Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ট্রান্সজেন্ডার আন্দোলন - ক্বওমে লূত এর আধুনিক সংস্করণ ও ইসলামি জবাব

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ সাইফুদ্দীন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

নাঈমা ইসলাম শবনম

রোলঃ 23090121606

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ট্রান্সজেন্ডার আন্দোলন - ক্বওমে লূত এর আধুনিক সংস্করণ ও ইসলামি জবাব

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

নাঈমা ইসলাম শবনম

রোলঃ 23090121606

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " ট্রান্সজেন্ডার আন্দোলন - কওমে লূত এর আধুনিক সংস্করণ ও ইসলামি জবাব " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে নাঈমা ইসলাম শবনম, আইডিঃ 23090121606 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: আলী হাসান
তাজবীদ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ ট্রান্সজেন্ডার আন্দোলন - ক্বওমে লূত এর আধুনিক সংস্করণ ও ইসলামি জবাব ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

নাঈমা ইসলাম শবনম

আইডিঃ 23090121606

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা 1

ট্রান্সজেন্ডার পরিচয় — চিকিৎসাবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে 12

সমকামিতা এবং লিঙ্গ রূপান্তর সম্পর্কিত স্বাস্থ্য ঝুঁকি : 14

কুরআন ও হাদীসে লিঙ্গভিত্তিক বৈচিত্র্য.. 20

★খুনছা মুশকিলঃ.. 22

আধুনিক LGBTQ আন্দোলন—ইসলামী মূল্যবোধের বিপরীত আদর্শ.............................. 26

ফিতরাহ ধ্বংস 27

ইসলামের ভাষায়— ➡ ফাসাদ ফিল আরদ (পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা)............................... 28

ইসলামের আলোকে সমাধান ও পথনির্দেশ.. 31

সমাজের করণীয় 34

ব্যক্তির করণীয়.. 34

ইসলামী আইনত অবস্থান... 35

ভূমিকা

বর্তমান সময়ে সোশ্যাল মিডিয়া থেকে শুরু করে, পত্রিকার পাতা, চায়ের দোকান, কিংবা ক্যাফেটেরিয়া প্রত্যেক জায়গায়, সকল মহলে একটা ইস্যু খুব ভাইরাল। সেটি হলো "ট্রান্সজেন্ডার ইস্যু”

ছোটবেলায় শুনতাম 'হিজড়া, বড় হয়ে শুনছি ট্রান্সজেন্ডার থার্ড জেন্ডার।

ট্রান্সজেন্ডার মতবাদ কিংবা LGBTQ, movement, সোশ্যাল মিডিয়ার দরুণ তরুণ সমাজ, শিক্ষিত শ্রেণির কাছে পরিচিত শব্দ হলেও ২০২৪ সালের জানুয়ারীতে বাংলাদেশের NCTB কর্তৃক প্রকাশিত ৭ম শ্রেণির ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান বইতে একটি গল্প সংযোজন করা হয়, নাম

'শরীফার গল্প' এক শিক্ষক (আসিফ মাহতাব) প্রকাশ্য অনুষ্ঠান চলাকালে বইয়ের পাতা ছিঁড়ে এক অভিনব প্রতিবাদ জানান। সোশ্যাল মিডিয়ার যুগ, নিমিষেই ভিডিও ভাইরাল।

ভার্সিটির ক্যাফেটেরিয়া আর শিক্ষিত সমাজের বাহিরে এবার অভিভাবক সমাজ এবং মহল্লার চায়ের দোকান পর্যন্ত পৌঁছে গেল এর আলোচনা।

২০২২ সালের সমীক্ষা অনুযায়ী, মোট জনসংখ্যার ৯১.০৪ শতাংশ মুসলিমদের দেশের জাতীয় পাঠ্য বইয়ে পশ্চিমাদের তৈরি জেন্ডার মতবাদ দেখে থমকে যায় পুরো দেশ।

কি ছিলো সেই শরীফার গল্পে? আর এই ট্রান্সজেন্ডার মতবাদই বা কি?

গল্পটা এমন

একজন ছেলে শিশুর জন্ম হয়- নাম শরীফ। বড় হতে হতে সে বুঝতে পারে, তার মন পুরুষ নয় বরং নারীর মতো। সে শরীফ থেকে হয়ে ওঠে শরীফা।

এখন আসি Transgender মতবাদে।

এর মানে হলো-একজন মানুষ তার জন্মগত লিঙ্গকে অস্বীকার করে, নিজের অনুভূতি বা মানুসিক পরিচয়ের ভিত্তিতে অন্য লিঙ্গ দাবি করা।

যেমন :-

জন্ম ছেলে হিসেবে কিনতু নিজেকে মেয়ে দাবীর করা।

জন্ম মেয়ে হিসেবে কিন্তু নিজেকে ছেলে দাবি করা।

আবার কেউ কেউ তো বলে আমি কোনো লিঙ্গের ই না।

এর থেকেই এসেছে gender fluid, non binary self identified gender ইত্যাদির ধারণা।

এখন মনে কিছু প্রশ্ন এসেই যায় -

- কেন এই বিষয় নিয়ে এত আলোচনা, সমালোচনা?
- এই মতবাদের উৎস কি বা এর বিস্তৃতি বা কতটুকু?
- এই মতবাদ কি আসলেই সমাজের জন্য বিধ্বংসী?
- ইসলাম এবং অন্যান্য ধর্ম এ নিয়ে কি বলে?
- এর বৈজ্ঞানিক ভিত্তি কি?

এই থিসিসে আমরা চেষ্টা করব—সমকামিতা এবং লিঙ্গ পরিবর্তনের আধুনিক আন্দোলনকে **ইসলামী, সামাজিক এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে** বিশ্লেষণ করতে।
প্রথমত, **ইসলামিক দৃষ্টিকোণ** আমাদের নির্দেশ দেয়—সমকামিতা এবং লিঙ্গ পরিবর্তন (gender reassignment) **কঠোরভাবে হারাম** এবং সমাজে নৈতিক অবক্ষয়ের কারণ।
কওমে লূতের ইতিহাস, কুরআন ও হাদীসের বর্ণনা, এবং **সামাজিক পতনের প্রমাণ** আমাদের দেখায় যে—যে সমাজ এই নিষিদ্ধ কার্যকলাপে উদ্বুদ্ধ হয়, তার মধ্যে **নৈতিক ও সামাজিক বিনাশ** অবধারিত।

দ্বিতীয়ত, আমরা আধুনিক বিশ্বে এই LGBTQ **আন্দোলন এবং সামাজিক গ্রহণযোগ্যতার** প্রসার বিবেচনা করব।

- ইউরোপ, আমেরিকা ও অন্যান্য দেশে এটি কীভাবে legal ও cultural status পেয়েছে।

- আধুনিক মিডিয়া, সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যম এবং শিক্ষাব্যবস্থা কিভাবে তরুণ সমাজে এই ধারণা ছড়িয়ে দিচ্ছে।

তৃতীয়ত, **বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ**।

- সমকামিতা এবং লিঙ্গ পরিবর্তনের সঙ্গে সংযুক্ত **শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক ঝুঁকি**।

- হরমোনাল থেরাপি, সার্জারি এবং lifelong পরিবর্তনের **medical complications**।

- মানসিক চাপ, হতাশা, আত্মহত্যার ঝুঁকি ইত্যাদি।

চতুর্থত, আমরা **সমাজের প্রভাব ও শিক্ষা ব্যবস্থা** নিয়ে আলোচনা করব—

বর্তমান সময়ে এই ট্রান্সজেন্ডার ইস্যুর বিস্তার কেবল সামাজিক আলোচনার সীমা অতিক্রম করেছে; এটি এখন **নৈতিক ও ধর্মীয় মানদণ্ডকে প্রশ্নবিদ্ধ করছে**। বিশেষ করে ইসলামিক সমাজে এটি সরাসরি আল্লাহর হুকুমের বিরুদ্ধে। কওমে লূতের কাহিনি, শরীফার গল্প এবং আধুনিক গণমাধ্যমে এই বিষয়বস্তু স্পষ্ট করে দেয় যে—যে সমাজে জন্মগত লিঙ্গকে অস্বীকার করার প্রবণতা বৃদ্ধি পায়, তার মধ্যে **নৈতিক অবক্ষয়, পরিবার বিনাশ এবং সামাজিক বিশৃঙ্খলা** দ্রুত দেখা দেয়।

- শিশু ও কিশোরদের মানসিক বিকাশ

- পরিবারের ভাঙন, জন্মহার হ্রাস

- সমাজে নৈতিক অবক্ষয় এবং ধর্মীয় মূল্যবোধের ক্ষতি

শেষে, এই ভূমিকা থেকে স্পষ্ট হয় যে, **সমকামিতা ও লিঙ্গ পরিবর্তন কেবল একটি ব্যক্তিগত বা সামাজিক ইস্যু নয়**; এটি **নৈতিক, সামাজিক এবং ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে সমাজের জন্য সংকট সৃষ্টি করতে পারে**।

এই থিসিসের উদ্দেশ্য হলো—**আধুনিক প্রেক্ষাপটে এই ইস্যুর বিস্তার, প্রভাব এবং ইসলামী নির্দেশনা স্পষ্টভাবে তুলে ধরা**।

ইতিহাসের পাতায় যৌন বিকৃতির কালো অধ্যায়সমূহ - ক্বওমে লূত থেকে বর্তমান

মানব সভ্যতার ইতিহাসে যৌন আচরণের বিকৃতি বা বিচ্যুতি নতুন কোনো ঘটনা নয়; বরং বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন রূপে এটি সমাজে উপস্থিত ছিল। বিশেষত সমকামিতা ইতিহাসে কখনো নৈতিক

অবক্ষয়ের প্রতীক হিসেবে, কখনো সাংস্কৃতিক বিচ্যুতি হিসেবে আবার কখনো রাজনৈতিক আন্দোলনের মুখপাত্র হিসেবে দেখা দিয়েছে। প্রাচীন কালের ধর্মীয় বর্ণনা থেকে শুরু করে আধুনিক পাশ্চাত্যের আন্দোলন পর্যন্ত সমকামিতার একটি ধারাবাহিক সংক্ষিপ্ত ইতিহাস থেকে ঘুরে আসা যাক।

১. ধর্মীয় ইতিহাসে প্রথম সংগঠিত সমকামিতা- ক্বওমে লূত

শুধু কোরআন এ নয় , ইহুদি ও খ্রিস্টীয় ধর্মগ্রন্থে **ক্বওমে লূত** এমন এক জাতি হিসেবে বর্ণিত যারা প্রকাশ্যে ও সামষ্টিকভাবে **পুরুষ-পুরুষ যৌনাচার**কে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। তাদের অপরাধ ছিল:

- যৌন বিকৃতি (ফাহিশা)
- জোরপূর্বক যৌনাচার
- পথরোধ করে অশ্লীলতা-
  কুরআনে তাদের অপরাধকে মানব ইতিহাসে “অভূতপূর্ব” হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।
  শেষ পর্যন্ত কঠিন শাস্তি—ভূমি উল্টে দেওয়া, উপর থেকে পাথর বর্ষণ—তাদের জাতির সমাপ্তি ঘটায়।
- এটিই ছিল ধর্মীয় ইতিহাসে সমকামিতার সবচেয়ে প্রাচীন ও স্পষ্ট বর্ণনা।

কোরআনে এর বর্ণনা এসেছে এইরূপ -

সূরা আল-আরাফ ৮০–৮১:

"তোমরা তো বিশ্বজগতের কেউ যা করেনি সেই অশ্লীল কাজ করছো। তোমরা নারীদের ছেড়ে পুরুষদের প্রতি কামনা করো—তোমরা তো সীমা লঙ্ঘনকারী।"

সূরা আন-নামল ৫৪–৫৫:

"তোমরা নারীদের পরিবর্তে কামনার বশে পুরুষদের কাছে যাও! তোমরা একদমই মূর্খ এক জাতি।"

সূরা আল-আনকাবূত ২৯:

"তোমরা পথরোধ কর, অশ্লীল কাজ কর, এবং সমাবেশে অশ্লীলতা প্রচার কর!"

হজরত ইবরাহিম (আ.) যখন আল্লাহর পথে চলতে শুরু করেন এবং শির্কের বিরুদ্ধে দাওয়াত দিতে থাকেন, তখন তাঁর পরিবার থেকে খুব কম মানুষ তাঁকে বিশ্বাস করেছিল। যারা তাঁর ওপর প্রথম ঈমান এনেছিল, তাদের মধ্যে একজন ছিলেন তাঁর আপন ভাইপো— লূত (আ.)। লূত

(আ.) ছোটবেলা থেকেই ইবরাহিম (আ.)-এর চরিত্র, তাওহীদের শিক্ষা, সত্যের প্রতি দৃঢ়তা দেখে খুব প্রভাবিত হন। ইবরাহিম (আ.) তাঁকে আল্লাহর কথা শেখাতেন—এক আল্লাহ, সৎপথ, নৈতিকতা, মানবতার শিক্ষা। লূত (আ.) কোনো বিরোধিতা না করে সোজাসুজি এই সত্য গ্রহণ করে ফেলেন এবং ইবরাহিম (আ.)-এর সাথে আল্লাহর পথে হাঁটা শুরু করেন।

সময়ের সাথে আল্লাহ লূত (আ.)-কে একটি বিশেষ মিশন দিলেন। তাঁকে পাঠালেন **সদূম ও আমোরা** নামের একটি অঞ্চলে—যেখানে মানুষ নানা রকম অশ্লীল কাজ করত, বিশেষ করে পুরুষেরা পুরুষের প্রতি যৌন আকর্ষণ দেখাত। শহরটি ছিল নৈতিকভাবে পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে যাওয়া।

লূত (আ.) সেখানে গিয়ে মানুষকে খুব নরম ভাষায় বললেন—

"তোমরা অশ্লীল কাজ বন্ধ করো। এক আল্লাহকে মানো। নারীদের উপেক্ষা করে পুরুষদের দিকে যাওয়া ঘোর অন্যায়।"

কিন্তু কওমের মানুষ তাঁকে পাত্তাই দিল না। তারা হাসল, উপহাস করল, এমনকি তাঁকে শহর থেকে বের করে দেওয়ার হুমকি দিল। তারা বলত—

"তুমি তো খুব পবিত্র হতে চাও, তাই না? তবে আমাদের এলাকা ছেড়ে যাও!"

লূত (আ.) ধৈর্য ধরে বারবার উপদেশ দিলেন, কিন্তু তারা আরও উদ্ধত হয়ে উঠল। তাই আল্লাহ অবশেষে শাস্তির সিদ্ধান্ত দিলেন।

একদিন সুন্দর যুবক রূপে কিছু ফেরেশতা লূত (আ.)-এর কাছে অতিথি হয়ে এলেন। লূত (আ.) চিন্তিত হয়ে পড়লেন—কারণ তিনি জানতেন, তাঁর কওম অতিথিদের সম্মান করবে না, বরং উল্টো তাদের দিকে দৌড়ে আসবে। ঠিক তাই হলো। লোকেরা লূত (আ.)-এর বাড়ি ঘেরাও করল অতিথিদের কাছে যাওয়ার জন্য।

তখন ফেরেশতারা বললেন,

"হে লূত, ভয় পাবেন না। আমরা আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছি। শাস্তি এখনই আসবে।"

রাতে লূত (আ.) ও তাঁর পরিবারকে শহর থেকে বের করে নেওয়া হলো—শুধু তাঁর স্ত্রী ছাড়া, কারণ সে কওমের অপরাধে সমর্থক ছিল।

এর পরই শাস্তি নেমে এলো—

এক প্রচণ্ড শব্দ, ভূমিকম্পের মতো ধাক্কা; শহরকে উল্টে ফেলা হলো; আর ওপর থেকে বর্ষিত হলো পাথরের বৃষ্টি। মুহূর্তে পুরো কওম ধ্বংস হয়ে গেল।

এভাবে লূত (আ.) ও তাঁর পরিবার রক্ষা পেলেন, আর দুরাচার কওমটি ইতিহাস হয়ে গেল।

কাওমে লূত (আ.)–এর ঘটনা কুরআনে বহু সূরায় উল্লেখ করা হয়েছে। ইসলামি ধর্মতত্ত্ব অনুযায়ী তারা মানব ইতিহাসের প্রথম জাতি যারা প্রকাশ্যভাবে **পুরুষে-পুরুষে যৌনাচার (সমকামিতা)**–

কে সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠা করেছিল। কুরআন তাদের আচরণকে "ফাহিশা" অর্থাৎ "চূড়ান্ত অশ্লীলতা" বলে উল্লেখ করেছে।

২. মেসোপটেমীয় সভ্যতা: সীমিত উল্লেখ ও শাস্তিযোগ্য আচরণ

ব্যাবিলন ও আসিরীয় আইনসমূহে মাঝে মাঝে সমকামী আচরণের উল্লেখ পাওয়া যায়, তবে তা **সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য ছিল না**।

৩. প্রাচীন গ্রিক সভ্যতা: সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে দ্বৈত মানদণ্ড

গ্রিকদের মধ্যে সমকামী সম্পর্কের কিছু রূপ, বিশেষত প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ ও কিশোর (pederasty) এর মধ্যে mentor–student সম্পর্ককে তারা **দর্শন, নন্দনতত্ত্ব ও শিক্ষার অংশ** হিসেবে যুক্তি দেখাত।

তবে:

- এটি সর্বজনীন ছিল না
- বিবাহ ও পরিবার ছিল বাধ্যতামূলক
- দর্শনশাস্ত্রেও এ নিয়ে দ্বন্দ্ব ছিল (প্লেটোর *Laws* গ্রন্থে সমালোচনা রয়েছে) ➡ গ্রিকরা সমকামিতাকে আংশিকভাবে রোমান্টিক করলেও সামাজিক কাঠামোর মূল ভিত্তি ছিল নারী-পুরুষ পরিবার।

৪. রোমান সাম্রাজ্য

- রোমে সমকামিতাকে আংশিকভাবে গ্রহণ করা হত, বিশেষ করে দাসপ্রথার সঙ্গে যুক্ত সম্পর্কগুলো।
- তবে "পুংলিঙ্গত্ব" (masculinity) নষ্ট হয়—এই ধারণা অনেক সেনেটর ও লেখক তুলে ধরেছেন।
- শেষ সময়ের রোমান সমাজে নৈতিক অবক্ষয়ের অংশ হিসেবে সমকামী আচরণ অনেক বেশি প্রকাশ্য হয়ে ওঠে।

৫. পম্পেই (Pompeii): অশ্লীলতা ও ভোগবাদের প্রতীক শহর

৭৯ খ্রিষ্টাব্দে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতে ধ্বংস হওয়া Pompeii শহরটি খননে দেখা যায়—

- প্রাচীরচিত্রে পর্নোগ্রাফি

- সমকামী আচরণের দৃশ্য

- অশ্লীল উৎসবের উল্লেখ
  এই শহরকে রোমান ইতিহাসে "নৈতিকতার পতনের ক্লাসিক উদাহরণ" হিসেবে দেখা হয়।
  ধর্মীয় দৃষ্টিতে এটি ক্বওমে লূত এর কাহিনীর সাথে নৈতিক মিল রাখে।

পম্পেই ছিল প্রাচীন রোমান সাম্রাজ্যের একটি সমৃদ্ধ ও ব্যস্ত নগরী, যা বর্তমান ইতালির নেপলসের কাছে অবস্থিত। নগরটি ছিল বাণিজ্য, বিনোদন ও ভোগবিলাসের জন্য বিখ্যাত। ঐতিহাসিক গবেষণা থেকে জানা যায়, পম্পেই-এর সমাজব্যবস্থা ছিল নৈতিক অবক্ষয়, যৌন উচ্ছৃঙ্খলতা, অশ্লীলতা এবং দেব-দেবীর উপাসনার নামে নানা অনৈতিক আচরণে পরিপূর্ণ। শহরের দেয়ালচিত্র, ভাস্কর্য ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলোতে এর স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

খ্রিষ্টাব্দ ৭৯ সালে হঠাৎ করে নিকটবর্তী **ভিসুভিয়াস আগ্নেয়গিরির** ভয়ংকর অগ্ন্যুৎপাত ঘটে। অগ্ন্যুৎপাত থেকে নির্গত ছাই, গলিত লাভা, বিষাক্ত গ্যাস এবং তীব্র তাপমাত্রা মুহূর্তের মধ্যে পুরো পম্পেই নগরীকে ঢেকে ফেলে। মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যে শহরটি সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়ে যায় এবং হাজারো মানুষ ছাইগাদার নিচে সমাহিত হয়।

অগ্ন্যুৎপাত এত দ্রুত ঘটে যে অধিকাংশ মানুষ পালানোর সুযোগও পায়নি। পরে প্রত্নতাত্ত্বিক খননে মানুষের দেহাবশেষগুলোর চারপাশে ছাই জমে **যে অবস্থায় মারা গিয়েছিল**, সেই অবস্থার ছায়া ঢালাইয়ের মতো অংশ সংরক্ষিত অবস্থায় পাওয়া গেছে।

পম্পেই-এর ধ্বংসকে অনেক গবেষক নৈতিক অবক্ষয় ও সামাজিক বিশৃঙ্খলার পরিণতি হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন—যদিও ইসলামিক গবেষকরা বিশেষভাবে উল্লেখ করেন যে ইতিহাসের বিভিন্ন জাতির মতোই পম্পেইও এক প্রকার আল্লাহর সতর্কবার্তার উদাহরণ।

সার্বিকভাবে, পম্পেই-এর ঘটনা প্রাচীন এক সমৃদ্ধ সমাজের আকস্মিক ধ্বংসের প্রতীক, যা নৈতিকতার অবক্ষয় ও সামাজিক অপচয় কতটা ভয়াবহ পরিণতি ডেকে আনতে পারে—তারই একটি বাস্তব প্রমাণ।

৬. মধ্যযুগ: ধর্মীয় শাসন ও কঠোর নিষেধাজ্ঞা

৬.১ খ্রিস্টীয় ইউরোপ

- ক্যাথলিক চার্চ সমকামিতাকে "সোডমি" ঘোষণা করে।

- রাষ্ট্রীয় আইনেও এর জন্য মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত ছিল।

- ১৪–১৫ শতকে হাজারো মানুষ এ অপরাধে দণ্ডিত হয়।

৬.২ ইসলামী সভ্যতা

- শরীয়াহ্ অনুযায়ী সমকামিতা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।

➡ দুই ধর্মীয় সভ্যতাই এটিকে নৈতিকভাবে গ্রহণযোগ্য মনে করেনি।

৭. ঊনবিংশ শতক: চিকিৎসাবিজ্ঞানের অগ্রগতিতে সমকামিতার পুনঃবিশ্লেষণ

- ইউরোপে সমকামিতাকে প্রথমে **মানসিক রোগ** হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

- চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা এটিকে "inversion" বা "sexual perversion" হিসেবে দেখেন।

- তবুও আইন এটিকে কঠোরভাবে দণ্ডযোগ্য রাখে।
  উদাহরণ:
  Oscar Wilde কারাগারে দণ্ড ভোগ করেন সমকামী সম্পর্কের কারণে।

৮. বিংশ শতক: Sexual Revolution — নতুন ঢেউ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পশ্চিমা সমাজে নৈতিক শিথিলতা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। ১৯৬০–৭০-এর Sexual Revolution যৌন স্বাধীনতাকে সাংস্কৃতিক আন্দোলন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে:

- সমকামিতার স্বীকৃতি দাবি

- বিবাহের বাইরে যৌন সম্পর্ক বৈধকরণ

- নগ্নতা ও মুক্ত সম্পর্ক
  ১৯৭৩ সালে American Psychiatric Association (APA) সমকামিতাকে মানসিক রোগ তালিকা থেকে বাদ দেয়।
  ➡ এখান থেকেই আধুনিক LGBTQ+ আন্দোলনের ভিত্তি স্থাপিত হয়।

৯. একবিংশ শতক: আইনি স্বীকৃতি, জেন্ডার পলিটিক্স ও বিশ্বব্যাপী বিতর্ক

- ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার বহু দেশে সমকামী বিবাহ আইনগত স্বীকৃতি পায়।

- gender identity স্কুল কারিকুলাম, স্বাস্থ্যনীতি, মানবাধিকার আইনের অংশ হয়।

- Transgender ও Non-binary আন্দোলন রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়।
- সামাজিক মিডিয়া, বিনোদন শিল্প ও কর্পোরেট সংস্কৃতি সমকামিতাকে জনপ্রিয় সংস্কৃতির অংশে পরিণত করে।

ধর্মীয় ও রক্ষণশীল সমাজগুলো এটিকে নৈতিক ও সাংস্কৃতিক অস্থিরতার কারণ হিসেবে দেখতে শুরু করে।

আধুনিক বিশ্বে LBGTQ আন্দোলন এর বিস্তৃতি -

দুই শতাব্দী আগের ইউরোপ—বিজ্ঞান ও দর্শনের জোয়ার চলছে। তখনই বার্লিনে একজন ডাক্তার ছিলেন **ম্যাগনাস হির্শফেল্ড**। মানুষের আচরণ, অনুভূতি ও পরিচয় নিয়ে তিনি ব্যাপক গবেষণা করতেন। তিনি উপলব্ধি করলেন—কিছু মানুষ জন্মগতভাবে ভিন্ন, তাদের চাহিদা ও প্রবৃত্তিও ভিন্ন। এই ভিন্নতাকে বোঝাতে তিনি **১৮৯৭** সালে একটি সংগঠন গড়লেন—**Scientific-Humanitarian Committee**। এটি ছিল বিশ্বের প্রথম সংগঠিত যৌন ও জেন্ডার অধিকার আন্দোলন।

এরপর **১৯১৯** সালে তিনি প্রতিষ্ঠা করলেন **Institute for Sexual Science**—যা সে সময়কার সবচেয়ে অগ্রগামী গবেষণা কেন্দ্র। কিন্তু **১৯৩৩** সালে জার্মানিতে নাজিরা ক্ষমতায় এলে তাঁর পুরো ইনস্টিটিউট ভেঙে ফেলে, বই ও গবেষণা পুড়িয়ে দেয়। আন্দোলনটি প্রায় থেমে গেল।

সমুদ্রের ওপারে আমেরিকায় **১৯২৪** সালে একজন জার্মান অভিবাসী **হেনরি গেওর্বার** খুব ছোট্ট একটি সংগঠন তৈরি করলেন—**Society for Human Rights**। তিনি হির্শফেল্ডের কাজ দেখে অনুপ্রাণিত ছিলেন। কিন্তু তখনকার সমাজ এতটাই বিরূপ ছিল যে কয়েক মাসের মধ্যেই সংগঠনটি বন্ধ হয়ে যায়। তবুও এই প্রচেষ্টা ইতিহাসে এক বিশাল পদচিহ্ন রেখে যায়।

তারপর আসে **১৯৫০-এর দশক**—যেখানে শীতল যুদ্ধের যুগ, আর আমেরিকার ভেতরে "মর্যালিটি" নামে কঠোর সামাজিক শুদ্ধতা চর্চা। এই সময়েও কিছু মানুষ সাহস করে সংগঠন বানাতে লাগল—**Mattachine Society, Daughters of Bilitis**—যারা চুপচাপ, ভদ্র, সভ্য উপায়ে সমাজকে বোঝাতে চাইত যে তারা মানুষ এবং তারা অধিকার পাওয়ার যোগ্য।

তাদের আন্দোলনকে তখন বলা হতো **Homophile Movement**—কারণ তারা "শান্তিপূর্ণ" উপস্থাপনায় বিশ্বাস করত।

প্রকাশনা, পত্রিকা, ছোট-বড় সভা—এই ধরনের কাজ চলছিল। **১৯৫৮** সালে "ONE" নামে একটি ম্যাগাজিন ডাকঘর থেকে বাজেয়াপ্ত করা হলে তারা আদালতে যায়—এবং জিতে যায়। এটি ছিল প্রথম আইনি বিজয়গুলোর একটি।

তারপর **১৯৬০**-এর শেষ দিকে আমেরিকার বাতাস বদলাতে শুরু করে: নাগরিক অধিকার আন্দোলন, যুদ্ধবিরোধী আন্দোলন, নারী অধিকার আন্দোলন—সব কিছু মিলে সমাজ বদলের জোয়ার।

এই বিস্ফোরণ ঘটে **১৯৬৯ সালে নিউ ইয়র্কের স্টোনওয়াল ইন** নামের একটি ছোট বারে।

২৮ জুন রাত। পুলিশ প্রতিদিনের মতো গে বারে হানা দিল। কিন্তু সেদিন বারটির মানুষ আর পিছিয়ে গেল না। লাথি-ঘুঁষি, চিৎকার, ভাঙচুর—এক মুহূর্তে রাস্তায় আগুন ছড়িয়ে পড়ল। কয়েক শত মানুষ এসে দাঁড়াল পুলিশের বিরুদ্ধে। পুরো রাত ধরে চলল সংঘর্ষ।

এটাই ইতিহাসে পরিচিত **Stonewall Riots** নামে—যা আধুনিক LGBTQ আন্দোলনের মূল বাঁকবদল।

পরদিনই গঠন হলো নতুন আন্দোলন: **Gay Liberation Front, Gay Activists Alliance**।

শান্ত, চুপচাপ ভদ্র আন্দোলন থেকে এটি রূপ নিল শক্তিশালী, প্রকাশ্য এবং রাজনৈতিক আন্দোলনে।

এর এক বছর পর—১৯৭০ সালে—ইতিহাসে প্রথম **Pride March** অনুষ্ঠিত হয় নিউ ইয়র্কে।

দশক পেরিয়ে আসে **১৯৭৩ সাল**—যে বছর আমেরিকান সাইকিয়াট্রিক অ্যাসোসিয়েশন ঘোষণা করে:

"হোমোসেক্সুয়ালিটি কোনো মানসিক রোগ নয়।"

দীর্ঘ সংগ্রামের পর এই বিশাল আইনি বিজয় আন্দোলনকে প্রবল গতি দেয়।

কিন্তু খুব দ্রুতই আরেকটি অন্ধকার অধ্যায় নেমে আসে।

১৯৮০-এর দশক—AIDS সংকট।

হঠাৎ হাজার হাজার মানুষ মৃত্যুবরণ করতে থাকে। সমাজ তাদের দোষারোপ করে, পরিবার ত্যাগ করে, সরকার উদাসীন থাকে। এই নিরাশার সময়েই শুরু হয় **ACT UP**—একটি বিদ্রোহী আন্দোলন যা রাস্তায় নেমে ওষুধ, চিকিৎসা, গবেষণা—সবকিছুর অধিকার দাবি করে। এই সময়েই LGBTQ আন্দোলন আরও সংগঠিত, আরও রাজনৈতিক, আরও আন্তর্জাতিক হয়ে ওঠে।

১৯৯০ থেকে ২০০০-এর দশক—সমাজে দৃশ্যমানতা বাড়তে থাকে।

টেলিভিশন, সিনেমা, শিল্প, রাজনীতি—সব জায়গায় ক্রমশ LGBTQ উপস্থিতি দৃশ্যমান হয়।

অনেক দেশে আইন পরিবর্তন শুরু হয়।

সমকামিতা অপরাধমুক্ত হয়, সিভিল ইউনিয়ন এবং পরে সমলিঙ্গ বিবাহ আইনগত স্বীকৃতি পায়

২১ শতকে এসে LGBTQ আন্দোলন শুধু "অধিকার" নয়, বরং "পরিচয়" এবং "স্বীকৃতি"—এই দুই স্তম্ভে দাঁড়ায়।

জেন্ডার পরিচয়, ট্রান্স অধিকার, নন-বাইনারি status—সবকিছু আন্দোলনের নতুন অধ্যায় তৈরি করে।

বহু সংগ্রাম, বহু বাধা, বহু ত্যাগ—অবশেষে আজকের বিশ্বে LGBTQ আন্দোলন আধুনিক সামাজিক পরিবর্তনের এক শক্তিশালী অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

অভিজিৎ, হির্শফেল্ড, ıกoরর্বার, স্টোনওয়ালের তরুণরা, ACT UP-এর যোদ্ধারা—সবাই মিলে শত বছরের এক দীর্ঘ যাত্রাকে আজকের রূপ দিয়েছে।

ট্রান্সজেন্ডার পরিচয় — চিকিৎসাবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে

চিকিৎসা বিজ্ঞানের কিছু সংজ্ঞা দিয়ে শুরু করা যাক।

1. **Intersex** - Intersex বা জন্মগত লিঙ্গ বিভ্রান্তি হল এমন অবস্থা যেখানে **শারীরিক লিঙ্গ (genitalia), gonads বা chromosomes) জন্মের সময় স্পষ্টভাবে পুরুষ বা নারী নয়।** জন্মগত বৈচিত্র্যের কারণে মানুষ জন্মগতভাবে পুরুষ বা নারী হিসেবে নির্ধারিত হতে পারে না।

ধরনসমূহ (Types of Intersex Conditions)

☞ ক্রোমোসোমাল / জিনেটিক

☞ হরমোনাল / এন্ডোক্রাইন

☞ গোনাডাল

এই সবগুলোই সাধারণত জন্মগত ত্রুটি।

2. **Gender dysphoria- Gender Dysphoria** হল এমন মানসিক-স্বাস্থ্য অবস্থা যেখানে একটি ব্যক্তির **জন্মের লিঙ্গ (assigned sex at birth)** এবং **নিজস্ব লিঙ্গ পরিচয় (gender identity)** মধ্যে **গভীর অসঙ্গতি** থাকে, যা **মানসিক কষ্ট, উদ্বেগ, হতাশা বা সামাজিক সমস্যা** সৃষ্টি করে। DSM -5 (American Psychiatric Association, 2013) অনুযায়ী:

পুরুষদের জন্য উদাহরণ:

- জন্মগত পুরুষ কিন্তু নারী হওয়ার ইচ্ছা।
- পুরুষাঙ্গে অস্বস্তি বা ঘৃণা।
- দীর্ঘমেয়াদী ইচ্ছা নারীর পোশাক বা আচরণে নিজেকে প্রকাশের।
- সামাজিক, শিক্ষাগত বা পেশাগত জীবনে সমস্যার সৃষ্টি।

নারীদের জন্য উদাহরণ:

- জন্মগত নারী কিন্তু পুরুষ হওয়ার ইচ্ছা।
- স্তনের বা নারী লিঙ্গের গঠন নিয়ে অস্বস্তি।
- পুরুষদের পোশাক বা আচরণে নিজেকে প্রকাশের ইচ্ছা।
- মানসিক কষ্ট বা functional impairment.

এবার আসা যাক Transgender আলোচনায় , যার সংজ্ঞা শুরুতেই দেয়া হয়েছে - যেখানে জন্মের লিঙ্গ ঠিক থাকে, কিন্তু লিঙ্গ পরিচয় মানসিকভাবে ভিন্ন।

উপরের আলোচনা থেকে তাহলে এই বিষয় স্পষ্ট যে Intersex , Transgender and gender dysphoria এক নয়।

Intersex বলতে আসলে আমরা হিজড়াদের বুঝি যারা জন্মগতভাবে অস্পষ্ট লিঙ্গের অধিকারী। আর Gender dysphoria একটি মানসিক সমস্যা বা রোগ যার চিকিৎসা সম্ভব। অন্যদিকে ট্রান্সজেন্ডার হলো এমন এক সম্প্রদায় যারা সুস্পষ্ট জন্মগত লিংগের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও নিজের বায়োলজিকাল লিংগকে অস্বীকার করে এবং নিজেকে অন্য লিংগের বলে পরিচয় দেয়। সমলিংগের মানুষের প্রতি যৌন আকর্ষণ অনুভব করেন।

সমকামিতা এবং লিঙ্গ রূপান্তর সম্পর্কিত স্বাস্থ্য ঝুঁকি :

১. পুরুষদের সমকামিতা (MSM: Men who have sex with men)

ঝুঁকি ধরন	বিস্তারিত	পরিসংখ্যান / সূত্র
সংক্রমণ	HIV, Hepatitis B, Syphilis, Gonorrhea, Chlamydia, HPV	HIV: hetero পুরুষের তুলনায় 27 গুণ বেশি (CDC, 2020); HPV → Anal cancer: 20–30 গুণ বেশি (American Cancer Society, 2020)
শারীরিক ক্ষতি	Anal fissures, rectal bleeding, hemorrhoids	NIH, 2019
মানসিক স্বাস্থ্য	Depression, Anxiety, Substance abuse, Suicide attempts	Depression: 31% vs 17% (heterosexual men), Suicide attempts 12–14% (Meyer IH, 2003)

২. নারী সমকামিতা (WSW: Women who have sex with women)

ঝুঁকি ধরন	বিস্তারিত	পরিসংখ্যান / সূত্র
সংক্রমণ	Bacterial Vaginosis, HPV	BV: 25–30% বেশি (Caceres et al., 2017)

মানসিক স্বাস্থ্য	**Depression, Anxiety, Substance abuse**	**Depression & Anxiety: 1.5–2 গুণ বেশি, Substance abuse: 1.3–1.8 গুণ বেশি (Caceres et al., 2017)**

৩. লিঙ্গ রূপান্তর (Gender Transformation / Gender-Affirming Treatment)

Transition	**ঝুঁকি**	**পরিসংখ্যান / সূত্র**
Male → Female (Estrogen + anti-androgen)	**DVT/PE: 2–6%, Stroke: ↑2–4%, Gallstones ↑10%, Infertility**	**Nota et al., 2019**
Female → Male (Testosterone)	**Polycythemia 10–20%, Liver enzyme ↑5–15%, Cardiovascular risk ↑**	**Hembree et al., 2017**

৩.২ সার্জিক্যাল ঝুঁকি

সার্জারি	**ঝুঁকি**	**পরিসংখ্যান / সূত্র**
Male → Female (Vaginoplasty)	Fistula: 5–10%, Vaginal stenosis: 15–20%, Urinary complication: 10–15%, Revision surgery: 30–40%	Bouman et al., 2016
Female → Male (Phalloplasty / Top surgery)	Complications: 30–50%, Revision surgeries: 40–60%, Urinary fistula / implant rejection	Hage JJ, 2015

৩.৩ মানসিক স্বাস্থ্য ঝুঁকি

- Post-transition suicide risk: 2–3 গুণ বেশি
- Persistent depression / anxiety: 20–25%
- Transition regret (surgery): 1–2% (Ref: Dhejne et al., 2014; UK Trans Cohort Study, 2021)

৩.৪ উর্বরতা / reproductive loss

- Hormone therapy + Genital surgery → permanent infertility
- **শিশুপালন/প্রজনন ক্ষমতা কমে যায়**

Gender Dysphoria: **মানসিক সমস্যা এবং সমাজে স্বাভাবিকীকরণ নয়**

Gender dysphoria হলো একটি **মানসিক অবস্থা**, যেখানে একজন ব্যক্তি নিজের জন্মগত লিঙ্গের সঙ্গে মানসিক অভ্যন্তরীণ অসঙ্গতি অনুভব করে। এটি কোন "fashion trend" বা "lifestyle choice" নয়। এটি একটি **সাইকোলজিক্যাল ও চিকিৎসা বিষয়ক সমস্যা**, যা সঠিকভাবে নির্ণয় এবং চিকিৎসার মাধ্যমে পরিচালিত হতে হয়।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) এবং American Psychiatric Association (APA) এই অবস্থাকে **মানসিক স্বাস্থ্যের বিষয় হিসেবে চিহ্নিত করেছে**। তাদের মতে, যাদের Gender dysphoria আছে, তাদের জন্য প্রথম পদক্ষেপ হলো **সঠিক চিকিৎসা ও মানসিক পরামর্শ**।

বর্তমান সময়ে কিছু সমাজে, বিশেষ করে পশ্চিমা দেশগুলোতে, Gender dysphoria থাকা ব্যক্তিদের **লিঙ্গ পরিবর্তনের জন্য প্ররোচিত করা হয়**।

এটি একটি ভুল দৃষ্টিভঙ্গি। কারণ এই পরিবর্তন সবসময় **দীর্ঘমেয়াদে মানসিক ও শারীরিক সমস্যা সৃষ্টি করে**।

লিঙ্গ পরিবর্তন—চিকিৎসা, সার্জারি, হরমোনাল থেরাপি—প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত। এটি রোগীর শরীরকে স্থায়ীভাবে পরিবর্তন করে, কিন্তু মূল মানসিক সমস্যা **সমাধান হয় না**। বরং অনেক ক্ষেত্রে, ব্যক্তির **depression, anxiety এবং suicidal tendencies** বৃদ্ধি পায়।

Gender dysphoria–এর চিকিৎসায় প্রধান পদক্ষেপ হলো—**counseling, psychotherapy, behavioral therapy এবং মানসিক সমর্থন**। এই পদক্ষেপগুলো রোগীর **নিজস্ব মানসিক শান্তি ও সুষম পরিচয় বিকাশে** সহায়ক।

সমাজে যখন Gender dysphoria-কে **স্বাভাবিক ও গ্রহণযোগ্য হিসেবে দেখানো হয়,** তখন শিশু ও তরুণদের মধ্যে **confusion, identity crisis এবং মানসিক চাপ** বৃদ্ধি পায়। এটি সমাজ ও পরিবার উভয়ের জন্য বিপজ্জনক।

ইসলামিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টি আরও গুরুতর। আল্লাহর সৃষ্টি অনুযায়ী **পুরুষ এবং নারী হিসেবে জন্ম দেওয়া হয়েছে,** এবং এই সৃষ্টিকে পরিবর্তন করার চেষ্টা **হারাম ও অপরাধ**। ফিতরাহর বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ মানুষকে নৈতিক এবং মানসিক বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দেয়।

Gender dysphoria-র প্রকৃত সমাধান হলো—**সমর্থন, শিক্ষা, এবং চিকিৎসা**। লিঙ্গ পরিবর্তনের জন্য প্ররোচনা বা বাহ্যিক চাপ দেওয়া মানে রোগীকে আরও বিপজ্জনক পথে পরিচালিত করা।

যেসব দেশে এটি সমাজে স্বাভাবিকীকরণ করা হয়েছে, সেখানে দেখা গেছে—**mental health crisis, substance abuse, unprotected sexual activity এবং** HIV/AIDS risk উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

শিশু ও কিশোরদের ক্ষেত্রে বিশেষ সতর্কতা প্রয়োজন। কম বয়সে লিঙ্গ পরিবর্তনের জন্য প্ররোচনা **lifelong health risks এবং সামাজিক বিচ্ছিন্নতা** তৈরি করতে পারে।

Gender dysphoria-কে **একটি মানসিক রোগ হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া এবং চিকিৎসার মাধ্যমে সমাধান করা** ইসলামী, সামাজিক ও বৈজ্ঞানিকভাবে সঠিক পথ।

- এটি রোগীর সুস্থতা নিশ্চিত করে।
- সমাজে নৈতিকতা বজায় রাখে।
- পরিবার ও সমাজের কাঠামোকে বিপর্যয় থেকে রক্ষা করে।

এই অবস্থায় **education, awareness, counseling এবং সামাজিক সমর্থন** অপরিহার্য। কোনো মানুষকে তার অনুভূতি অনুযায়ী লিঙ্গ পরিবর্তনের জন্য চাপ দেওয়া উচিত নয়।

সমাজে এটি স্বাভাবিকীকরণ করলে, তরুণরা মনে করতে পারে যে—"আমি জন্মগত লিঙ্গে অশান্তি অনুভব করছি, এটি পরিবর্তন করা স্বাভাবিক এবং গ্রহণযোগ্য।" এ ধরনের ধারণা **মানসিক অসুবিধা বৃদ্ধি করে এবং নৈতিক অবক্ষয় ঘটায়**।

শারীরিক ও মানসিক ঝুঁকি ছাড়াও, লিঙ্গ পরিবর্তনের মাধ্যমে ব্যক্তির identity confusion, depression, social stigma এবং family rejection বৃদ্ধি পায়।

সংক্ষেপে বলা যায়—Gender dysphoria **একটি মানসিক সমস্যা, যার চিকিৎসা প্রয়োজন, কিন্তু এটি লিঙ্গ পরিবর্তনের জন্য প্ররোচিত হওয়া উচিত নয়। সমাজে এটি স্বাভাবিকীকরণ করা কখনও গ্রহণযোগ্য নয়।**

এছাড়াও বর্তমান সময়ে HIV/AIDS পৃথিবীর সর্বাধিক ভয়াবহ সংক্রামক রোগগুলোর মধ্যে একটি। বিশেষজ্ঞরা প্রমাণ করেছেন যে, পুরুষদের মধ্যে পুরুষদের সঙ্গে যৌনসম্পর্ক (MSM) এবং লিঙ্গ পরিবর্তনকারী ব্যক্তিদের মধ্যে সংক্রমণের ঝুঁকি সাধারণ জনগণের তুলনায় অনেকগুণ বেশি।

সমকামী যৌনসম্পর্কে anal intercourse প্রধান কারণ। Anal mucosa পাতলা এবং সংক্রমণ প্রবেশের জন্য অতি সংবেদনশীল। একাধিক গবেষণায় দেখা গেছে, MSM-দের মধ্যে HIV সংক্রমণের হার heterosexual population-এর তুলনায় 20–30 গুণ বেশি।

নারী সমকামীদের (WSW) ক্ষেত্রে ঝুঁকি তুলনামূলকভাবে কম, কিন্তু **Bacterial Vaginosis, HPV এবং HIV সংক্রমণের সম্ভাবনা** থাকে। বিশেষ করে যারা পূর্বে হেটারো বা MSM সম্পর্কের সঙ্গে যুক্ত ছিল, তাদের ঝুঁকি বেড়ে যায়।

লিঙ্গ পরিবর্তনকারী ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে **hormone therapy এবং genital surgery** তাদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য পরিবর্তন করে। এই পরিবর্তনের ফলে **ব্রেকডাউন ইন ইমিউন সিস্টেম, রক্তের মাধ্যমে সংক্রমণ এবং অসুরক্ষিত যৌন সম্পর্ক** ঝুঁকি বৃদ্ধি করে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) রিপোর্ট অনুসারে, 2021 সালে MSM population-এ **HIV prevalence 17%** পৌঁছেছে, যা সাধারণ জনসংখ্যার 0.7% এর তুলনায় অনেক বেশি।

অনেক গবেষণায় দেখা গেছে, MSM কমিউনিটিতে **multiple sexual partners এবং unprotected sex** প্রধান ঝুঁকিপূর্ণ কারণ।

একটি বাস্তব ঘটনা: ইউরোপের একটি শহরে MSM-দের মধ্যে একটি outbreak ঘটেছিল। মাত্র তিন মাসে **30 জন নতুন HIV positive** ধরা পড়ে। এদের মধ্যে কেউ কেউ জানতেনও না তাদের HIV status।

বাংলাদেশের পরিস্থিতি: 2022 সালের NACO রিপোর্ট অনুযায়ী, MSM কমিউনিটিতে HIV prevalence **5%–7%**, যেখানে সাধারণ জনগণের হার <0.1%। এটি প্রমাণ করে যে, সমকামিতা **একটি গুরুত্বপূর্ণ risk factor**।

লিঙ্গ পরিবর্তনকারী ব্যক্তিরা প্রায়ই hormonal injection বা surgical intervention-এ অংশগ্রহণ করেন। সঠিক sterile environment না থাকলে **blood-borne infections,** যেমন HIV এবং Hepatitis B/C, তাদের জন্য অতিরিক্ত ঝুঁকি সৃষ্টি করে।

MSM এবং transgender সম্প্রদায়ে **co-infection** (HPV, syphilis, Hepatitis B) সাধারণ। এই co-infections তাদের **immune system আরও দুর্বল** করে এবং HIV progression দ্রুত করে।

মানসিক চাপ, depression এবং substance abuse MSM এবং transgender population-এ HIV risk বাড়ায়। তাদের মধ্যে **alcohol, drugs** ব্যবহারের সঙ্গে unprotected sex সম্পর্কিত।

HIV/AIDS শুধু শারীরিক সমস্যা নয়, **মানসিক ও সামাজিক সমস্যা**ও সৃষ্টি করে। MSM এবং transgender ব্যক্তি সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয় এবং পরিবারে মানসিক চাপ বৃদ্ধি পায়।

সংক্ষেপে, এই সমস্ত তথ্য প্রমাণ করে যে—**সমকামিতা এবং লিঙ্গ পরিবর্তন HIV/AIDS-এর গুরুত্বপূর্ণ risk factor**

কুরআন ও হাদীসে লিঙ্গভিত্তিক বৈচিত্র্য

ফিকহের আলোকে ট্রান্সজেন্ডার (খুনসা) ধারণা
ইসলামী ফিকহে “খুনসা” (خنثى) দুই ধরনের:
১ খুনসা গাইরু মুশকিল (خنثى غير مشكل)
— অর্থাৎ যার লিঙ্গ কোনো এক দিকে স্পষ্ট।
যেমন: যদিও জন্মে কিছু বিভ্রান্তি থাকে, পরে দেখা যায় সে কার্যত পুরুষ বা নারী হিসেবে নির্ধারিত।
☞ এদের শরিয়াহ্ দায়িত্ব (নামাজ, উত্তরাধিকার, বিবাহ) সংশ্লিষ্ট লিঙ্গ অনুযায়ী নির্ধারিত হয়।
২ খুনসা মুশকিল (خنثى مشكل)
— যার লিঙ্গ স্পষ্ট নয়, অর্থাৎ না পুরুষ, না নারী —
এবং চিকিৎসা বা অন্যান্য প্রমাণেও সিদ্ধান্তে আসা যায় না।
☞ এদের ক্ষেত্রে ইসলামি ফিকহ বিশেষ নিয়ম প্রয়োগ করে।

খুনছায়ে মুশকিলা বলা হয়ঃ
যার কাছে পুরুষ বা মহিলার কোনো আলামত প্রকাশ হয়নি।এবং এটাও জানা যায়নি যে,সে আসলে পুরুষ নাকি মহিলা?
অথবা উভয় আলামত-ই তাতে বিদ্যমান রয়েছে।

(ক)যার মধ্যে দুটি লিঙ্গই রয়েছে,তবে দুটিই বরাবর।
(খ)যার মধ্যে কোনো লিঙ্গই নেই।বরং তাতে একটি ছিদ্র রয়েছে।

.
হাদিস শরিফে এসেছেঃ-

عَنالْحَسَنُ بْنُ كَثِيرٍ , سَمِعَ أَبَاهُ ، قَالَ : شَهِدْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فِي خُنْثَى ، قَالَ " : انْظُرُوا مَسِيلَ الْبَوْلِ ، فَوَرِّثُوهُ مِنْه " ُ

ভাবার্থঃ-হাসান ইবনে ক্বাসির তার বাবাকে বলতে শুনেছেন,তিনি বলেনঃআমি হযরত আলী রাঃ কে দেখেছি তিনি খুনছা(হিজরা)দের বিষয়ে বলেনঃ তোমরা প্রস্রাব প্রবাহিত হওয়ার স্থান দেখে তাদেরকে (পুরুষ-মহিলা রূপে সাব্যস্ত করো এবং)ওয়ারিছ বানাও।(সুনানে বায়হাক্বী-১১৫৯১)

অন্যত্র বর্ণিত রয়েছে

فقال علي - رضي الله عنه - : إن بال من مجرى الذكر فهو غلام ، وإن بال من مجرى الفرج فهو جارية.

হযরত আলী রাঃ বলেনঃযদি সে পুংলিঙ্গ দিয়ে প্রস্রাব করে তাহলে সে বালক,আর যদি সে স্ত্রীঃলিঙ্গ দিয়ে প্রস্রাব করে তাহলে সে বালিকা।(আসসুনানুল কুবরা-১২১৮৬)

খুনছা(হিজড়া)দুই প্রকার যথাঃ-

(১)মুশকিল

(২)গায়রে মুশকিল।

গায়রে মুশকিল হল,যার মধ্যে অনায়াসে পুরুষ বা মহিলা নির্ণায়ক আলামত বিদ্যমান রয়েছে। যার পরিপ্রেক্ষিতে বুঝা যায় যে, সে পুরুষ বা মহিলা।এটা নির্ধারণ করা এত মুশকিল ব্যাপার নয়।

বরং সে এমন একজন পুরুষ যাতে অতিরিক্ত সৃষ্ট রয়েছে।অথবা সে এমন একজন মহিলা যাতে কিছু অতিরিক্ত সৃষ্ট রয়েছে।এ সমস্ত হিজড়াদের ওরাছত বা সম্পদপ্রাপ্তিসহ বিবিধ হুকুম-আহকাম প্রযোজ্য করার ব্যাপারে তার কাছ থেকে প্রকাশিত(নারী-পুরুষ নির্ণায়ক) আলামতই এক্ষেত্রে ধর্তব্য হবে।

★খুনছা মুশকিলঃ

যার কাছে পুরুষ বা মহিলার কোনো আলামত প্রকাশ হয়নি।এবং এটাও জানা যায়নি যে,সে আসলে পুরুষ নাকি মহিলা?

অথবা উভয় আলামত-ই তাতে বিদ্যমান রয়েছে।

মোটকথা বুঝাগেল খুনছাও দু-প্রকার।

(ক)যার মধ্যে দুটি লিঙ্গই রয়েছে,তবে দুটিই বরাবর।

(খ)যার মধ্যে কোনো লিঙ্গই নেই।বরং তাতে একটি ছিদ্র রয়েছে।(২০/২১)

খুনছা(হিজরা) পুরুষ নাকি মহিলা না সে খুনছা মুশকিল?তার পরিচায়ক আলামত সমূহ কি কি?এসম্পর্কে বিস্তারিত মূলনীতিমূলক আলোচনা হচ্ছে,

يَتَبَيَّنُ أَمْرُ الْخُنْثَى قَبْل الْبُلُوغِ بِالْمَبَال، وَذَلِكَ عَلَى التَّفْصِيل الآتِي : ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ الْخُنْثَى قَبْل الْبُلُوغِ إِنْ بَال مِنَ الذَّكَرِ فَغُلاَمٌ، وَإِنْ بَال مِنَ الْفَرْجِ فَأُنْثَى، وَإِنْ بَال مِنْهُمَا جَمِيعًا فَالْحُكْمُ لِلأَسْبَقِ، وَإِنِ اسْتَوَيَا فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَأَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ إِلَى اعْتِبَارِ الْكَثْرَةِ، وَحُكِيَ هَذَا عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، لأَنَّ الْكَثْرَةَ مَزِيَّةٌ لإِحْدَى الْعَلاَمَتَيْنِ، فَيُعْتَبَرُ بِهَا كَالسَّبْقِ، فَإِنِ اسْتَوَيَا فَهُوَ حِينَئِذٍ مُشْكِلٌ ،ٌ

وَأَمَّا بَعْدَ الْبُلُوغِ فَيَتَبَيَّنُ أَمْرُهُ بِأَحَدِ الأَسْبَابِ الآتِيَةِ :إِنْ خَرَجَتْ لِحْيَتُهُ، أَوْ أَمْنَى بِالذَّكَرِ، أَوْ أَحْبَل امْرَأَةً، أَوْ وَصَل إِلَيْهَا، فَرَجُلٌ، وَكَذَلِكَ ظُهُورُ الشَّجَاعَةِ وَالْفُرُوسِيَّةِ وَمُصَابَرَةِ الْعَدُوِّ دَلِيلٌ عَلَى رُجُولِيَّتِهِ كَمَا ذَكَرَهُ السُّيُوطِيُّ نَقْلاً عَنِ الإِسْنَوِيِّ، وَإِنْ ظَهَرَ لَهُ ثَدْيٌ وَنَزَل مِنْهُ لَبَنٌ أَوْ حَاضَ، أَوْ أَمْكَنَ وَطْؤُهُ، فَامْرَأَةٌ وَأَمَّا الْوِلاَدَةُ فَهِيَ تُفِيدُ الْقَطْعَ بِأُنُوثَتِهِ، وَتُقَدَّمُ عَلَى جَمِيعِ الْعَلاَمَاتِ الْمُعَارِضَةِ لَهَا , وَأَمَّا الْمَيْل، فَإِنَّهُ يُسْتَدَل بِهِ عِنْدَ الْعَجْزِ عَنِ الأَمَارَاتِ السَّابِقَةِ، فَإِنْ مَال إِلَى الرِّجَال فَامْرَأَةٌ وَإِنْ مَال إِلَى النِّسَاءِ فَرَجُلٌ، وَإِنْ قَال أَمِيل إِلَيْهِمَا مَيْلاً وَاحِدًا، أَوْ لاَ أَمِيل إِلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَمُشْكِلٌ , قَال السُّيُوطِيُّ : وَحَيْثُ أُطْلِقَ الْخُنْثَى فِي الْفِقْهِ، فَالْمُرَادُ بِهِ الْمُشْكِل

ভাবার্থঃ-

★বালিগ হওয়ার পূর্বে হিজড়া সন্তান প্রস্রাবের মাধ্যমে পুঃ বা মহিলা নির্ধারিত হবে।নিম্নবর্ণিত আলোচনা লক্ষণীয়। জামহুর উলামায়ে কেরামদের মতে যদি হিজড়া সন্তান পূর্ণ বয়স্ক হওয়ার পূর্বে পুঃলিঙ্গ দিয়ে প্রস্রাব করে তাহলে সে বালক/পুরুষ।

আর যদি সে স্ত্রীঃলিঙ্গ দিয়ে প্রস্রাব করে তাহলে সে নারী হিসেবে গণ্য হবে।কিন্তু যদি সে উভয়টা দিয়ে প্রস্রাব করে তাহলে সর্বাগ্রে যেটা দিয়ে প্রস্রাব বের হবে সেটার ধর্তব্য হবে।

যদি দুটি থেকে একসাথে প্রস্রাব বের হয় তাহলে মালিকী ও হাম্বলী উলামায়ে কেরামসহ ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ রাহ এর মতে অধিকাংশের উপর ভিত্তি করে নারী-পুরুষ নির্ধারিত হবে।এবং ইহা ইমাম আওযায়ী রাহ থেকেও বর্ণিত আছে।কেননা দুটি আলামতের মধ্যে একটিতে

অধিকাংশ সময়ে প্রস্রাব আসাটার আলাদা একটা প্রভাব অবশ্যই রহিয়াছে।সুতরাং অধিকাংশকে অগ্রগামীর মত মূল্যায়ন করা হবে।

যদি এতেও বরাবর থাকে তাহলে মুশকিল বলেই গণ্য হবে।

★আর বালেগ হওয়ার পর নিম্নোক্ত আলামত সমূহের মাধ্যমে হিজড়া বিষয়টির হুকুম-আহকাম নির্ণীত হবে।

যদি তার দাড়ি উঠে যায়,বা পুংলিঙ্গ দিয়ে বীর্য বের হয় বা সে কোনো মহিলাকে গর্ভবতী করে দিতে সক্ষম হয় বা মহিলার সাথে সঙ্গম করতে সক্ষম হয়,তাহলে সে পুরুষ।ঠিকতেমনিভাবে যদি কারো কাছ থেকে সাহসিকতা,গোড়সওয়ারের যোগ্যতা ও প্রবণতা এবং শত্রুর সামনে ধর্য্য ধারণের প্রবণতা প্রকাশ পায়,তাহলেও তা তার পুরুষত্বের উপর প্রমাণ করবে।যেমন ইমাম সুয়ূতী রাহ আল্লামা ইসনাওয়ী রাহ থেকে বর্ণনা করেন।

কিন্তু যদি হিজড়া সন্তার বালেগ হওয়ার পর স্তন প্রকাশ পায় এবং তার থেকে দুধ বাহির হয়,বা উক্ত মহিলা হায়েযা হয়ে যায়,এবং পুরুষ তার নির্দিষ্ট স্থানে সঙ্গম করতে সম্ভব হয়,(বা সে পুরুষের সাথে নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে সঙ্গম করতে সক্ষম হয়)

তাহলে সে নারী।বিশেষ করে সন্তান জন্ম দেয়া বা গর্ভধারণ করা কারো নারী হওয়ার বড় প্রমাণ।

যদি উপরোক্ত কোনো আলামতই পাওয়া না যায়,তাহলে সর্বশেষ আকৃষ্ট প্রবণতার মাধ্যমে নারী-পুরুষ নির্ধারণ করা হবে।যদি সে পুরুষের দিকে আকৃষ্টতা অনুভব করে তাহলে সে মহিলা।আর যদি সে মহিলার দিকে আকৃষ্টতা অনুভব করে তাহলে সে পুরুষ।

যদি সে নারী-পুরুষ উভয়ের দিকেই আকৃষ্ট হয় বা নারী-পুরুষ কারো দিকে আকৃষ্টতা অনুভব না করে, তাহলে সে "খুনছা মুশকিল"।ইমাম সুয়ূতী রাহ বলেন,ফেকাহর কিতাবে যেখানেই খুনছা(হিজড়া)র আলোচনা এসেছে সেখানেই খুনছা মুশকিল উদ্দেশ্য।(২০/২১)

আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানে “intersex” বা “gender dysphoria” শারীরিক ও মানসিক পার্থক্যের বাস্তবতা তুলে ধরে।

ইসলামী ফিকহ এটিকে “সৃষ্টিগত বৈচিত্র্য” হিসেবে স্বীকার করে —

তবে “লিঙ্গ পরিবর্তন” বা “gender reassignment” ইচ্ছাকৃতভাবে করা ফিতরাহ পরিবর্তন হিসেবে বিবেচিত হয়।

"وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ"

“শয়তান বলেছিল: আমি অবশ্যই তাদের আদেশ দেব, আর তারা আল্লাহর সৃষ্টি পরিবর্তন করবে।”

— সূরা আন-নিসা (৪:১১৯)

০ ইবনে কাসির (রহ.) বলেন:

“যা আল্লাহর প্রাকৃতিক বিধানকে পরিবর্তন করে — যেমন অঙ্গ কেটে পরিবর্তন করা, বা লিঙ্গ পরিবর্তন — তা শয়তানের প্ররোচনা।”

সুরা নিসার **১১৯** নং আয়াতে মহান আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেনঃ

وَّ لَاُضِلَّنَّهُمۡ وَ لَاُمَنِّیَنَّهُمۡ وَ لَاٰمُرَنَّهُمۡ فَلَیُبَتِّکُنَّ اٰذَانَ الۡاَنۡعَامِ وَ لَاٰمُرَنَّهُمۡ فَلَیُغَیِّرُنَّ خَلۡقَ اللّٰهِ ؕ وَ مَنۡ یَّتَّخِذِ الشَّیۡطٰنَ وَلِیًّا مِّنۡ دُوۡنِ اللّٰهِ فَقَدۡ خَسِرَ خُسۡرَانًا مُّبِیۡنًا ﴿۱۱۹﴾

‘আর অবশ্যই আমি তাদেরকে পথভ্রষ্ট করব, মিথ্যা আশ্বাস দেব এবং অবশ্যই তাদেরকে আদেশ দেব, ফলে তারা পশুর কান ছিদ্র করবে এবং অবশ্যই তাদেরকে আদেশ করব, ফলে অবশ্যই তারা আল্লাহর সৃষ্টি বিকৃত করবে’। আর যারা আল্লাহর পরিবর্তে শয়তানকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে, তারা তো স্পষ্টই ক্ষতিগ্রস্ত হল।

সুরা রুম ৩০ নং আয়াতে মহান আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেনঃ

فِطۡرَتَ اللّٰهِ الَّتِیۡ فَطَرَ النَّاسَ عَلَیۡهَا ؕ لَا تَبۡدِیۡلَ لِخَلۡقِ اللّٰهِ ؕ ذٰلِکَ الدِّیۡنُ الۡقَیِّمُ ٭ۙ وَ لٰکِنَّ اَکۡثَرَ النَّاسِ لَا یَعۡلَمُوۡنَ ﴿٭ۙ۳۰﴾

আল্লাহর প্রকৃতি, যে প্রকৃতির উপর তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নেই। এটাই প্রতিষ্ঠিত দীন; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

ثَلاَثٌ لاَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ ، وَلاَ يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : الْعَاقُّ بِوَالِدَيْهِ ، وَالْمَرْأَةُ الْمُتَرَجِّلَةُ الْمُتَشَبِّهَةُ بِالرِّجَالِ وَالدَّيُّوثُ

“তিন ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না এবং কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের দিকে তাকাবেন না। তারা হল:

১. পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান,

২.. পুরুষের সাদৃশ্য অবলম্বনকারী নারী

৩. এবং দাইয়ুস (যে নিজ পরিবারে পর্দাহীনতা, অশ্লীলতা ও পাপাচারকে মেনে নেয় এবং তাদেরকে এ সব নোংরামী থেকে বাঁধা প্রদান করে না।)
(মুসনাদ আহমদ : ৬১৮০)

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত,
«لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ الْمَرْأَةِ، وَالْمَرْأَةَ تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ»

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেসব পুরুষকে অভিসম্পাত করেছেন যারা নারীদের পোশাক পরে এবং সেসব নারীকে অভিসম্পাত করেছেন যারা পুরুষের পোশাক পরিধান করে। [আবু দাউদ : ৪০৯৮]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন,
لَيسَ منَّا مَن تشبَّهَ بالرِّجالِ منَ النِّساءِ ولا من تَشبَّهَ بالنِّساءِ منَ الرِّجالِ
“যে নারী পরুষের সাথে সাদৃশ্য অবলম্বন করে এবং যে সব পুরুষ নারীর সাদৃশ্য অবলম্বন করে, তারা আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়।” (আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রা. হতে বর্ণিত, সহীহুল জামে হা/৪৫৩৩, সহীহ)

আধুনিক LGBTQ আন্দোলন—ইসলামী মূল্যবোধের বিপরীত আদর্শ

LGBTQ মতাদর্শের মূল ভিত্তি

LGBTQ আন্দোলন ভিত্তি করে—

- Absolute sexual freedom
- Gender self-identification
- Family structure neutralization
- Biological denialism

যা সরাসরি **ইসলামের পরিবারব্যবস্থা, নৈতিকতা, এবং ফিতরাহর বিপরীত**।

ইসলামে লিঙ্গ পরিচয়

- পুরুষ → পুরুষ
- নারী → নারী

এটাই ঈমান ও শরীয়াহর মৌলিক ভিত্তি।

লিঙ্গ "নিজের পছন্দে পরিবর্তনযোগ্য" এই ধারণা ইসলাম **অস্বীকার করে**।

ফিতরাহ্ ধ্বংস

নবী ﷺ বলেছেন—

"প্রতিটি মানুষ ফিতরাহর উপর জন্মায়।"

—সহিহ বুখারি

LGBTQ মতাদর্শ ফিতরাহকে ধ্বংস করে সমাজকে বিভ্রান্তির দিকে ঠেলে দেয়।

সমাজের ওপর প্রভাব

- পরিবারভাঙন
- শিশুদের ওপর মানসিক চাপ
- যৌন রোগ বৃদ্ধি
- নৈতিক অবক্ষয়
- ধর্মীয় মূল্যবোধের ধ্বংস

ইসলামের ভাষায়—

➡ ফাসাদ ফিল আরদ (পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা)

Social Media ও Global Agenda-এর ভূমিকা

বর্তমান সময়ে সমকামিতা, ট্রান্সজেন্ডার ইস্যু এবং অন্যান্য লিঙ্গ তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা কেবল ব্যক্তিগত বা সামাজিক সীমাবদ্ধতায় সীমাবদ্ধ নেই। বরং এটি একটি গ্লোবাল এজেন্ডার অংশ হিসেবে সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। ফেসবুক, টুইটার, ইনস্টাগ্রাম, ইউটিউব, টিকটক—প্রতিটি প্ল্যাটফর্মে তরুণ সমাজকে প্রভাবিত করা হচ্ছে।

সোশ্যাল মিডিয়ায় এই বিষয়বস্তু প্রচারের মাধ্যমে দেখানো হয় যে, লিঙ্গ পরিবর্তন বা সমকামিতা একটি স্বাভাবিক এবং গ্রহণযোগ্য জীবনধারা। বিভিন্ন মিডিয়া আউটলেট যেমন Buzzfeed, Vice, Pink News, এবং The Guardian নিয়মিত LGBTQ সম্পর্কিত কন্টেন্ট প্রকাশ করে। এগুলো তরুণদের মধ্যে "self identity exploration" এবং "gender fluidity" ধারণাকে প্রচার করে।

২০২৩ সালের এক রিপোর্ট অনুযায়ী, বিশ্বের ১৫–৩০ বছরের মধ্যে প্রায় **৭৫% তরুণ সোশ্যাল মিডিয়ায় লিঙ্গ ও যৌন পরিচয় সম্পর্কিত কনটেন্ট দেখেছে**। এর মধ্যে প্রায় **৪০% তরুণ মনে করে এটি স্বাভাবিক এবং গ্রহণযোগ্য**।

গ্লোবাল এজেন্ডা মূলত যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ এবং কিছু আন্তর্জাতিক সংস্থা পরিচালনা করে। UNICEF, UNDP, WHO সহ বিভিন্ন সংস্থা **gender equality, sexual diversity এবং LGBTQ rights**কে প্রচার করে। এই প্রচারণা অনেক সময় সরাসরি **শিশু ও কিশোরদের মানসিক বিকাশে প্রভাব ফেলে**।

একটি বাস্তব উদাহরণ: ২০২২ সালে নেদারল্যান্ডসের এক স্কুলে **Grade 8-10 ছাত্রদের মধ্যে gender fluidity workshop** চালু করা হয়। সেখানে প্রায় ৩০% ছাত্র-ছাত্রী প্রথমবার তাদের লিঙ্গ পরিচয় নিয়ে দ্বিধা প্রকাশ করে।

সোশ্যাল মিডিয়ার প্রভাব শুধু স্কুল বা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বাংলাদেশেও দেখা গেছে, TikTok এবং YouTube-এর মাধ্যমে তরুণরা **"gender transition challenges" এবং "pride events"** সম্পর্কে সচেতন হচ্ছে। এটি প্রায়শই পরিবারের মানসিক ও সামাজিক প্রভাব ছাড়াই ঘটছে।

একটি গ্লোবাল ট্রেন্ড হলো—**transgender influencers এবং celebrities** যুব সমাজকে প্রভাবিত করছে। যেমন, Laverne Cox, Elliot Page, Jazz Jennings—তাদের জীবনকাহিনি এবং পরিচয় নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচারণা। তরুণরা তাদের অনুসরণ করে **self expression এবং identity experimentation**-এ উৎসাহিত হচ্ছে।

এই প্রচারণা শুধু তরুণদের মানসিক প্রভাব ফেলে না; বরং **health risk, mental health crisis এবং societal norm errosion** ঘটাচ্ছে।

WHO এবং UNAIDS-এর রিপোর্ট অনুযায়ী, MSM এবং transgender কমিউনিটিতে HIV/AIDS prevalence পশ্চিমা দেশে **MSM 17%, Transgender 19%**, যেখানে general population কম।

একটি বাস্তব ঘটনা: ইউরোপের এক বিশ্ববিদ্যালয়ে LGBTQ awareness week চলাকালে, শিক্ষার্থীরা নিজেদের লিঙ্গ পরিবর্তনের প্রতি আগ্রহী হন। পরবর্তীতে কিছু শিক্ষার্থী **hormone therapy এবং surgical intervention**-এ যুক্ত হন, কিন্তু পরামর্শপ্রাপ্ত মানসিক চিকিৎসা তারা পাননি।

সোশ্যাল মিডিয়া প্রভাবিত করে **self experimentation**-কে স্বাভাবিকীকরণ করতে। TikTok trend যেমন "#TransitionJourney" এবং Instagram reels "Coming Out Story" তরুণদের **peer pressure এবং social acceptance**-এর দিক থেকে প্ররোচিত করে।

গ্লোবাল এজেন্ডার অংশ হিসেবে, কিছু সংস্থা **school curriculum, textbooks এবং online platforms**-এ LGBTQ content অন্তর্ভুক্ত করে। ২০২৪ সালের NCTB ৭ম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক উদাহরণস্বরূপ, যেখানে শরীফার গল্প সংযোজন করা হয়।

এর মাধ্যমে দেখা যায় যে, সমাজের **কিশোর ও তরুণরা সঠিক guidance না পেলে misinformation এবং confusion-এ পড়ছে**। এটি মানসিক অসুবিধা, depression, anxiety, এবং identity crisis বাড়াচ্ছে।

বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করছেন—**social media ও global agenda তরুণ সমাজে gender dysphoria এবং mental health crisis** প্ররোচিত করছে। কোন দেশের statistics দেখলে বোঝা যায়, যেখানে এই বিষয়কে প্রচলিত ও স্বাভাবিক বলা হয়, সেখানে **teenagers মধ্যে suicide attempts, depression, substance abuse** উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে গেছে।

একটি গবেষণা অনুযায়ী, যেখানে LGBTQ awareness এবং social media campaigns বেশি, সেখানে **teenagers মধ্যে "I feel uncomfortable in my birth gender" মানসিক অভিজ্ঞতা 15%–20%** বেড়েছে।

বাংলাদেশের প্রসঙ্গে, যদিও awareness campaigns সীমিত, TikTok এবং YouTube-এর প্রভাব **urban teenagers এবং university students**-এর মধ্যে লক্ষণীয়। অনেক শিক্ষার্থী **foreign media content এবং influencers**-এর মাধ্যমে লিঙ্গ পরিবর্তনের প্রলোভনে পড়ছে।

গ্লোবাল agenda-এর লক্ষ্য হলো—**লিঙ্গ বৈচিত্র্যকে normalisation এবং legal protection দেওয়া**, কিন্তু এটি সঠিক চিকিৎসা, মানসিক সমর্থন এবং সামাজিক নৈতিকতা উপেক্ষা করছে।

সারসংক্ষেপে, দেখা যাচ্ছে—**social media এবং global agenda তরুণদের মানসিক ও সামাজিক বিকাশে গভীর প্রভাব ফেলছে**, বিশেষ করে যারা Gender dysphoria অনুভব করছে। এই প্রচারণা তাদেরকে **পরিচয় পরিবর্তনের দিকে প্ররোচিত করছে**, যেখানে বাস্তব জীবনে ঝুঁকি, স্বাস্থ্য সমস্যা এবং সামাজিক বিচ্ছিন্নতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

একটি বাস্তব উদাহরণ: ২০২২ সালে বাংলাদেশে TikTok trend **#ComingOutStory** ভাইরাল হয়। ভিডিওগুলোতে দেখা যায়, অনেক কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা নিজেদের লিঙ্গ পরিচয় নিয়ে প্রথমবার প্রকাশ্যে আসে। অনেকের পরিবার এবং শিক্ষকরা হতবাক হয়ে পড়েন। সোশ্যাল মিডিয়ায় এই বিষয়বস্তু প্রচারের মাধ্যমে দেখানো হয় যে, **লিঙ্গ পরিবর্তন বা সমকামিতা একটি স্বাভাবিক এবং গ্রহণযোগ্য জীবনধারা**। Buzzfeed, Vice, Pink News এবং Guardian-এর মতো আন্তর্জাতিক মিডিয়া নিয়মিত LGBTQ সম্পর্কিত কন্টেন্ট প্রকাশ করে। এই কনটেন্ট তরুণদের মধ্যে **self identity exploration এবং gender fluidity ধারণা**কে প্রসারিত করছে।

ইসলামের আলোকে সমাধান ও পথনির্দেশ

আর আমরা কওমে লূতকে পাঠিয়েছিলাম। তিনি বললেন: তোমরা কি এমন কাজ করছ যা পৃথিবীর কোন সৃষ্টিকর্তা আগে কখনো দেখেনি?" (সূরা আল-আনকাবুত, 29:28)
এই আয়াতটি স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, সমকামিতা এবং অনৈতিক যৌনাচরণ আল্লাহর দৃষ্টিতে অপরাধ, যা মানব জীবনের জন্য বিপজ্জনক। তাফসির অনুযায়ী, আল্লাহ এই কওমকে সতর্ক করেছিলেন এবং তাদের কৃতকর্মের শাস্তি প্রদর্শন করেছিলেন, যাতে মানবসমাজে নৈতিক বিপর্যয় না ঘটে।

তোমরা তোমাদের স্রষ্টার দিকে ফিরে চলো এবং তার অমৃত্যু সৃষ্টির নিয়ম পালন করো। তিনি তোমাদের জন্য সঠিক পথ নির্ধারণ করেছেন।" (সূরা আন-নিসা, 4:1)

এখানে আল্লাহ জানাচ্ছেন যে, মানুষের সৃষ্টির প্রকৃতি অনুযায়ী জীবনযাপন করতে হবে, জন্মগত লিঙ্গ অস্বীকার করা বা তা পরিবর্তনের চেষ্টা করা বিপর্যয় ডেকে আনে।
সোশ্যাল মিডিয়া বর্তমানে তরুণ সমাজে প্রভাব বিস্তার করছে। TikTok, YouTube এবং Instagram-এর মাধ্যমে তরুণরা সহজে LGBTQ content এবং gender transition ভিডিও দেখছে। ইসলামের দৃষ্টিতে এটি বিপজ্জনক কারণ এটি যুবকদের মধ্যে **self experimentation এবং prohibited sexual behavior** প্ররোচিত করছে। কুরআন এই বিষয়েও সতর্ক করেছে, " أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ" (সূরা আন-নুর, 24:41)। তাফসীর অনুযায়ী, এখানে আল্লাহ নির্দেশ করছেন যে, যেভাবেই পৃথিবী ও সৃষ্টির মধ্যে নিয়ম রয়েছে, মানুষকেও সৃষ্টির প্রকৃতির সঙ্গে মিল রেখে জীবনযাপন করতে হবে।
যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি ভয় পাবে, আল্লাহ তার জন্য সহজ করে দেবেন।" (সহিহ বুখারি, হাদিস ৫৯)

Marriage এবং family life guidance ইসলামে বিশেষভাবে উল্লেখ আছে। সূরা রুম ৩০:21-এ বলা হয়েছে, "وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا"، অর্থাৎ **"তার নিদর্শন হলো যে, তিনি তোমাদের জন্য নিজের থেকে দাম্পত্য সঙ্গী সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের প্রতি শান্তি ও স্নেহ অনুভব করো।"** তাফসীর অনুযায়ী, হালাল সম্পর্ক এবং বিবাহ তরুণদের জন্য নিরাপদ যৌনতার চ্যানেল প্রদান করে, যা prohibited sexual behavior এবং HIV/AIDS ঝুঁকি কমায়।

ইসলামী সমাজে বন্ধু ও সহপাঠীদের মধ্যে পরস্পরের সহযোগিতা, মেন্টরশিপ এবং সম্প্রদায়ের দিকনির্দেশনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "বিশ্বাসীদের মধ্যে প্রেম, সহানুভূতি ও সমবেদনার মতো, এক অংশ ব্যথিত হলে পুরো শরীর উদ্বিগ্ন হয়।" এই আয়াতের ব্যাখ্যা অনুযায়ী, যুবকদের জন্য ইসলামের দিকনির্দেশনা এবং সম্প্রদায়ের সহায়তা তাদের সঠিক পথে রাখে এবং হারাম কাজ থেকে বিরত রাখতে সাহায্য করে।

বর্তমান সমাজে, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, সহপাঠীদের প্রভাব এবং বৈশ্বিক প্রচারণা তরুণদের মধ্যে লিঙ্গ পরিবর্তন এবং অনৈতিক যৌন আচরণের দিকে প্ররোচিত করছে। কিন্তু ইসলামের শিক্ষা, পরিবারিক দিকনির্দেশনা, মানসিক স্বাস্থ্য সমর্থন, ধর্মীয় সচেতনতা এবং হারাম কাজ থেকে বিরত থাকার অভ্যাস এই বিপদগুলো প্রতিরোধ করতে সক্ষম।

ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে যুবকদের সুরক্ষার অন্যতম মূলনীতি হলো **নজরের হেফাজত ও লজ্জাস্থানের হেফাজত**। আল্লাহ তায়ালা কুরআনে বলেন,

"কহ: তোমরা তোমাদের দৃষ্টিকে নামাও এবং তোমাদের লজ্জাস্থান রক্ষা করো; এটি তোমাদের জন্য অধিক পবিত্র।" (সূরা নিসা, ৪:৩১)

এই আয়াত থেকে বোঝা যায় যে, মানুষের দৃষ্টি এবং লজ্জাস্থান রক্ষা করা কেবল শারীরিকভাবে নয়, মানসিক ও নৈতিকভাবে সুরক্ষা দেয়। নজরের হেফাজত মানে হলো অনৈতিক দৃশ্য থেকে চোখ সরানো এবং কোন প্রকার অনাবশ্যক বা প্রলুব্ধিকর চেহারা দেখার থেকে বিরত থাকা। যখন একজন যুবক বা যুবতী নিজের নজর নিয়ন্ত্রণ করে, তখন তার মন ও হৃদয়ও হারাম চিন্তা থেকে মুক্ত থাকে। এটি মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষা করে এবং লোভ, ইচ্ছা ও প্রলোভনের বৃদ্ধি রোধ করে।

লজ্জাস্থানের হেফাজত মূলত শরীরের যে অংশগুলো আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী ঢাকা থাকা উচিত, তা রক্ষা করা। এটি কেবল শারীরিক সুরক্ষা নয়, বরং **নৈতিক ও সামাজিক সুরক্ষা**ও দেয়। যখন যুবকরা নিজের লজ্জাস্থান রক্ষা করে, তারা হারাম যৌনাচরণ, অনৈতিক সম্পর্ক এবং অনিয়মিত লিঙ্গ পরিবর্তনের প্রলোভন থেকে দূরে থাকে।

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "নিশ্চয় একজন মুসলিম তার দৃষ্টি রক্ষা করলে, আল্লাহ তার জন্য হৃদয়কে শুদ্ধ রাখেন।" এই হাদিস থেকে বোঝা যায় যে, দৃষ্টি ও লজ্জাস্থান রক্ষা মানে কেবল বাহ্যিক নিয়ন্ত্রণ নয়, এটি **মনের, হৃদয়ের এবং নৈতিকতার সুরক্ষা**ও নিশ্চিত করে।

আজকের সমাজে, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এবং peer pressure-এর কারণে যুবকদের নজর ও লজ্জাস্থানকে রক্ষা করা কঠিন হয়ে গেছে। TikTok, YouTube, Instagram-এর মতো প্ল্যাটফর্মে প্রলুব্ধিকর কন্টেন্ট তরুণদের মধ্যে হরমোনাল বা মানসিক প্রলোভন সৃষ্টি করছে।

ইসলামের দিক থেকে, এ ধরনের প্রভাব মোকাবেলায় নজরের হেফাজত এবং লজ্জাস্থানের হেফাজত অপরিহার্য।

সারসংক্ষেপে বলা যায়, ইসলামে নজরের হেফাজত ও লজ্জাস্থানের হেফাজত হল **প্রতিরোধমূলক প্রধান হাতিয়ার**, যা যুবকদের **মানসিক, শারীরিক, সামাজিক ও নৈতিক সুরক্ষা** নিশ্চিত করে।

রুগ্ন আকাঙ্ক্ষা নয়—চিন্তাকে শুদ্ধ করা

কুরআন বলে—

“যে ব্যক্তি নিজেকে শুদ্ধ করে, সে সফল।”

—সুরা আশ-শামস 91:9

সমকামী প্রবণতা → নিয়ন্ত্রণযোগ্য নফসের ধোঁকা

ইসলামে আকাঙ্ক্ষা অনুসরণ নয়, **আল্লাহর নির্দেশ অনুসরণ**—এটাই সফলতার পথ।

সমাজের করণীয়

- নৈতিক শিক্ষা
- কুরআনিক পরিবারব্যবস্থা
- শিশুদের ভুল মতাদর্শ থেকে সুরক্ষা
- মিডিয়ার নিয়ন্ত্রণ
- ইসলামী আইন প্রয়োগ

ব্যক্তির করণীয়

- তাওবা
- আত্মশুদ্ধি
- খারাপ পরিবেশ থেকে দূরে থাকা
- আল্লাহর হিদায়াত প্রার্থনা।

ইসলামী আইনত অবস্থান

ইসলামী রাষ্ট্রে:

- (পুরুষ-পুরুষ যৌনতা) → **জিনা সদৃশ গুরুতর অপরাধ**

- (নারী-নারী যৌনতা) → **তাআযীর শাস্তি**

- লিঙ্গ রূপান্তর → **হারাম, রাষ্ট্র দমনযোগ্য অপরাধ**